



## 13720 - ওয়াকফরে বধি-বধান

### প্রশ্ন

ওয়াকফরে মাসয়ালায় ইসলামেরে বধিান কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওয়াকফ মানে মূল সম্পত্তি আবদ্ধ রেখে এর উপকার আল্লাহর রাস্তায় দান করা। এখানে মূল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সম্পত্তি মূলকে আবদ্ধ রেখে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়; যমেন- ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ক্ষেতখামার ইত্যাদি।

এখানে উপকার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সে মূল সম্পত্তি থেকে লব্ধ আয়; যমেন- ফল, ভাড়া, ঘরে বসবাস করা ইত্যাদি।

ইসলামে ওয়াকফরে বধিান হচ্ছে এটি একটি নিকীর কাজ ও মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে সহহি হাদিস। উমর (রাঃ) বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি খায়বারে এমন একটি সম্পদ পেয়েছি যে সম্পদে চয়ে দামী কোন সম্পদ আমি কখনও পাইনি। আপনি এ সম্পদে বিষয়ে আমাকে কী নির্দেশে দেন? তিনি বলেন: "যদি আপনি মূল সম্পত্তিকে আবদ্ধ করে (ওয়াকফ করে) সদকা করে দেন। কিন্তু মূলটা বক্রি করা যাবে না, হবো করা যাবে না এবং মরিছ হিসাবে মালকি হওয়া যাবে না।" তখন উমর (রাঃ) এ সম্পদ গরীব-মসিকীন, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তা, পথকি ও মহেমানেরে জন্ম সদকা করে দেন। [সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

সহহি মুসলমি এসছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যখন কোন বনী আদম মারা যায় তখন তার আমল স্থগতি হয়ে যায়; কেবল তিনিটি আমল ছাড়া: সদকায় জারিয়া কথ্বা এমন ইলম; যে ইলম দিয়ে তার মৃত্যুর পরেও উপকৃত হওয়া যায় কথ্বা নকে সন্তান যে তার জন্ম দোয়া করে।" জাবরে (রাঃ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাহাবীদের মধ্যে যারই সক্ষমতা ছিল তিনি ওয়াকফ করে গছেন।" কুরতুবী বলেন: "বশিযেতঃ সতে ও মসজদি ওয়াকফ করার ব্যাপারে আলমেদেরে মাঝে কোন মতভেদে নহে; অন্য ক্ষেত্রে মতভেদে আছে।"

ওয়াকফকারীর ক্ষেত্রে শর্ত হল: প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও বুঝদার হওয়ার মাধ্যমে লেনেদনে করার উপযুক্ত হওয়া। কারণ নাবালগ, নরিবোধ ও ক্রীতদাস কর্তৃক সম্পাদতি ওয়াকফ সহহি নয়।

ওয়াকফ দুটো বিষয়ে মাধ্যমে সংঘটিত হয়:



১। ওয়াকফ করার নরিদশেবহ কথার মাধ্যমে; যমেন এভাবে বলা য়ে, আমি এ স্থানটি ওয়াকফ করলাম কথিবা এ স্থানকে মসজদি বানালাম।

২। মানুষরে প্রচলনে ওয়াকফ করা বুঝায় এমন কোন কর্মরে মাধ্যমে; যমেন- কটে তার ঘরকে মসজদি বানালা এবং মানুষকে সে স্থানে নামায় আদায় করার সাধারণ অনুমতি দিলি কথিবা তার জমকি কবরস্থান বানালা এবং মানুষকে সে কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি দিলি।

ওয়াকফ নরিদশেক শব্দাবলী দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: প্রত্যক্ষ অর্থজ্ঞাপক শব্দাবলী; যমেন এভাবে বলা য়ে, وَقَفْتُ (আমি ওয়াকফ করলাম) حَبَسْتُ (আমি আবদ্ধ করলাম), سَبَّلْتُ (আমি আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দলাম) ইত্যাদি। এ শব্দগুলোকে প্রত্যক্ষ শব্দ বলার কারণ হলো যহেতে এ শব্দগুলো (আরবীতে) ওয়াকফ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বুঝায় না। তাই যখনই এমন কোন শব্দযোগে বলা হবো তখন সটে ওয়াকফ হিসেবে সাব্যস্ত হবো; এর সাথে অন্য কোন কথা যুক্ত করার দরকার হবো না।

দ্বিতীয় প্রকার: পরোক্ষ অর্থজ্ঞাপক শব্দাবলী; যমেন এভাবে বলা য়ে, تَصَدَّقْتُ (আমি দান করলাম), حَرَمْتُ (আমি এর সুবিধা গ্রহণ থেকে নজিকে নিষিদ্ধ করলাম), أَبَدْتُ (আমি এটি চরিতরে আল্লাহর রাস্তায় দলাম) ইত্যাদি পরোক্ষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ। এ শব্দগুলোকে পরোক্ষ শব্দ বলার কারণ হলো যহেতে এ শব্দগুলো দ্বারা ওয়াকফ করা যমেন বুঝায় তমেনি অন্য অর্থও বুঝায়। তাই কটে যদি এ ধরণে কোন একটি শব্দ উচ্চারণ করে তখন শর্ত হচ্ছো এর সাথে ওয়াকফরে নিয়ত করা কথিবা এর সাথে কোন একটি প্রত্যক্ষ শব্দ কথিবা অবশিষ্ট পরোক্ষ শব্দাবলীর কোন একটি উচ্চারণ করা।

প্রত্যক্ষ শব্দাবলী যোগে করে বলার পদ্ধতি হচ্ছো এভাবে: تَصَدَّقْتُ بِكَذَا صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ أَوْ مَحْبُوسَةٌ أَوْ مَسْبُورَةٌ أَوْ مُحَرَّمَةٌ أَوْ مَوْجُودَةٌ (আমি অমুক সম্পদ দান করলাম ওয়াকফ হিসেবে কথিবা আবদ্ধকরণ হিসেবে কথিবা আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেওয়া হিসেবে কথিবা নজিরে জন্য এর উপযোগে নিষিদ্ধকরণ হিসেবে কথিবা স্থায়ী দান হিসেবে)। আর ওয়াকফরে পরোক্ষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ যোগে করে বলার পদ্ধতি হচ্ছো এভাবে বলা: تَصَدَّقْتُ بِكَذَا صَدَقَةٌ لَا تَبَاعُ وَلَا تُورَثُ (আমি অমুক সম্পদ এভাবে দান করলাম য়ে, এটি বিক্রি করা যাবে না, ওয়ারশি হওয়া যাবে না)।

ওয়াকফ সহি হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছো:

১। ওয়াকফকারী লনেদনে করার উপযুক্ত হওয়া; যমেনটি পূর্বহে উল্লেখ করা হযছে।

২। ওয়াকফকৃত সম্পত্তরি মূলকো অটুট রাখো এর থেকে অব্যাহতভাবে উপকৃত হওয়া যায় এমন হওয়া। যো জনিসিরে মূল অটুট থাকো না এমন জনিসি ওয়াকফ করা যায় না; যমেন- খাবার।



৩। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি নিরীদৃষ্টি হওয়া। তাই কোনে অনরীদৃষ্টি সম্পত্তি ওয়াকফ করা সহহি নয়। যমেন- কটে যদ বিলে য়ে, আমি আমার কোনে একটি দাসকে কথিবা আমার কোনে একটি বাড়ীকে ওয়াকফ করলাম।

৪। ওয়াকফ নকৌর কাজে হতে হবে; যমেন- মসজদি, সতে, মসিকীন, পানরি উৎস, ইলমী কতিবপত্র, আত্মীয়স্বজন। কনেনা ওয়াকফ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে আল্লাহর নকৈট্য হাছিলি। নকৌ নয় এমন খাতে ওয়াকফ করা সহহি নয়। যমেন- কাফরেদেরে উপাসনালয়রে জন্য ওয়াকফ করা, নাস্তকিয়বাদী পুস্তকরে জন্য ওয়াকফ করা, মাজারে বাতি জ্বালানো কথিবা সুগন্ধি দেওয়ার জন্য ওয়াকফ করা কথিবা মাজাররে রক্ষকদেরে জন্য ওয়াকফ করা। কনেনা এগুলো হচ্চে গুনাহরে কাজ, শরিক ও কুফররে কাজে সহযোগিতা করা।

৫। নিরীদৃষ্টি কারো জন্য ওয়াকফ করলে সে ওয়াকফ সঠিকি হওয়ার জন্য শর্ত হচ্চে ঐ ওয়াকফ সম্পত্তির উপর সেই নিরীদৃষ্টি ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যহেতে কারো জন্য ওয়াকফ করা মান্তে তাকে মালিকি বানিয়ে দেওয়া। তাই য়ে ব্যক্তি মালিকি হতে পারে না তার জন্য ওয়াকফ করা সহহি নয়; যমেন মৃত ব্যক্তি বা পশু।

৬। ওয়াকফ সহহি হওয়ার জন্য অবলিম্ববে কার্যকরযোগ্য হওয়া শর্ত। তাই নিরীদৃষ্টি সময়কন্দ্রিকি ওয়াকফ কথিবা বিশিষে কছির সাথে সম্পৃক্ত করে ওয়াকফ করা সহহি নয়। তবে কটে যদি তার মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে ওয়াকফ করে তাহলে সহহি হবে। যমেন কটে বলল য়ে, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার ঘরটি গরীবদেরে জন্য ওয়াকফ। যহেতে আবু দাউদ বর্ণনা করছেন য়ে, "উমর (রাঃ) ওসয়িত করে গেছেন যদি আমার কছি হয়ে যায় তাহলে 'সামগ' (তার একটি জমি) সদকা।" এ বিষয়টি সবাই জেনেছে। কনিতু কটে এর বরোধিতা করনেনি। সুতরাং এটি ইজমা (সর্বসম্মত অভিমত)। মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত ওয়াকফ সম্পদরে এক তৃতীয়াংশ দিয়ে করা যাবে। কারণ তা ওসয়িতরে পর্যায়ভুক্ত।

ওয়াকফরে অন্যান্য বধিনরে মধ্যে রয়েছে:

ওয়াকফকারীর শর্ত মতোবকে কাজ করা; যদি সটো শরয়িত বরোধী না হয়। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "মুসলমানরো তাদরে শর্তাবলির উপর অটল থাকবে; শুধু এমন কোনে শর্ত ছাড়া, য়ে শর্ত কোনে হালালকে হারাম করে কথিবা কোনে হারামকে হালাল করে।" কনেনা উমর (রাঃ) ওয়াকফ করছেন এবং সে ওয়াকফরে মধ্যে শর্ত করছেন। যদি শর্ত অনুসরণ করা ওয়াজবি না হয় তাহলে এমন শর্ত করার তে কোনে অর্থ হয় না। তাই ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ সম্পত্তির অংশ বিশিষে ক্ষেত্রে শর্ত করনে কথিবা কোনে শরণীর হকদারকে অপর শরণীর হকদারদেরে উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার শর্ত করনে কথিবা সকল হকদাররে ক্ষেত্রে শর্ত করনে কথিবা বিশিষে কোনে বশিষ্টিয়দারী হকদার হওয়ার শর্ত করনে কথিবা বিশিষে কোনে বশিষ্টিয় না থাকার শর্ত করনে কথিবা ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করার শর্ত করনে কথিবা অন্য কোনে শর্ত করনে তাহলে উক্ত শর্ত কার্যকর করা আবশ্যিক; যতক্ষণ পর্যন্ত সটো কুরআন-সুন্নাহ বরোধী না হয়।

যদি ওয়াকফকারী কোনে শর্ত না করনে সক্ষেত্রে হকদার হিসেবে গরীব-ধনী, নর-নারী সবাই সমান। যদি ওয়াকফকারী কোনে



মুতাওয়াল্লা (তত্ত্বাবধায়ক) নযিক্ত না করনে কথিবা যাকো নযিক্ত করছেনো তিনিমিরা যান তাহলে যার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছেো তিনি যদি সুনরিদ্বিষ্ট কোনে ব্যক্তহিন তিনিহি ওয়াকফরে তত্ত্বাবধান করবনে। আর যদি মিসজদিরে মত কোনে প্রতযিঠানরে জন্য ওয়াকফ করা হয় কথিবা এমন সংখ্যক মানুষরে জন্য ওয়াকফ করা হয় যাদরে সংখ্যা অগণতি, যমেন গরীব-মসিকীন; সকেষতেরে রাষ্ট্রপ্রধান এই ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করার দায়তিব পালন করবনে কথিবা তার কোনে প্রতনিধিকি দায়তিব দবিনে।

মুতাওয়াল্লা বা তত্ত্বাবধায়করে উপর ওয়াজবি আল্লাহকে ভয় করা এবং যথাযথভাবে দায়তিব পালন করা। কেনো এটি আমনত; যার দায়তিব তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছেো।

যদি কটে তার সন্তানদরে জন্য ওয়াকফ করে যান তাহলে অধিকাররে কষতেরে ছলে-ময়েে সবাই সমান। যহেতেু তিনি তাদরে সকলকে অংশীদার বানয়িছেনে। কোনে জনিসি অংশীদারতিবভিত্তিকি হওয়ার অর্থ হচ্ছে এতে সকলরে অধিকার সমান। যমেনভিবে তাদরে অনুকুলে যদি কোনে কিছু অনুমোদন করা হয় তাহলে তাদরে সকলরে ভাগ সমান। তদ্রূপ তাদরে জন্য কোনে কিছু ওয়াকফ করা হলে সটোও এমন। ওয়াকফকারীর ঔরশজাত সন্তানদরে পর এটি তার ছলেদেরে সন্তানদরে মালকিনায় স্থানান্তরতি হব; ময়েেদেরে সন্তানদরে জন্য নয়। কেনো ময়েেদেরে সন্তানরা হচ্ছে অন্য লোকরে সন্তান; তাদরেকে তাদরে পতিদরে দকি সম্বোধতি করা হয়। এবং যহেতেু তারা আল্লাহ তাআলার এ বাণী "আল্লাহ তমোদরেকে তমোদরে সন্তানদরে (উত্তরাধিকাররে) ব্যাপারে আদশে দচ্ছিনে"-এর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত নয়। আলমেদরে মধ্যে কারো কারো অভিমতি হচ্ছে "সন্তান" শব্দরে মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত হব। কেনো ময়েেরো ওয়াকফকারীর সন্তান। অতএব, ময়েেদেরে সন্তানরো প্রকৃতপক্ষে তার সন্তানদরে সন্তান। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

কটে যদি বলনে: "আমার ছলেদেরে জন্য ওয়াকফকৃত" কথিবা "অমুকরে ছলেদেরে জন্য ওয়াকফকৃত" তাহলে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি শুধু পুরুষ ছলেদেরে জন্য খাস হব। কারণ "ছলে" শব্দটি শুধু তাদরে জন্যই গঠন করা হয়েছেো। আল্লাহ তাআলা বলনে: "নাকি তাঁর জন্য ময়েে আর তমোদরে জন্য ছলে?" তব সম্পত্তিটি যদি গোট্র হসিবে তাদরে জন্য ওয়াকফ করা হয়; যমেন বনু হাশমে ও বনু তামীমরে জন্য সকেষতেরে নারীরাও এর মধ্যে প্রবশে করব। কেনো "গোট্র" অভিধা নর-নারী সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কনিতু যদি সীমতি সংখ্যক কোনে জনসমষ্টির জন্য ওয়াকফ করা হয় তখন তাদরে সকলকে সমান অংশ দেওয়া আবশ্যিক। কনিতু যদি তাদরে সংখ্যা অগণতি হয়; যমেন- বনু হাশমে ও বনু তামীম; তখন সকলকে অংশ দেওয়া আবশ্যিক নয়। কেনো সটো সম্ভবপর নয়। তাই তাদরে মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তকি অংশ দেওয়া এবং কিছু অংশীদারকে অপর অংশীদারদরে ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া জায়যে।

ওয়াকফ— এমন চুক্তিসমূহরে অন্তর্ভুক্ত যা কবেল কথার মাধ্যমে অনবির্ষ হয়ে যায়। তাই এটি বাতলি করা জায়যে নয়।



যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "এর মূল সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না, হবো করা যাবে না এবং উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করা যাবে না"। ইমাম তরিমযি বলেন: "এ হাদিসের উপর আলমেগণ আমল করছেন।"

তাই ওয়াকফ বাতলি করা যাবে না। কেননা সটে চরিস্থায়ী; বক্রয়যোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য নয়। তবে যদি ওয়াকফ সম্পত্তির উপযোগ একবোরহে নশিযে হয়ে যায়; যমেন ঘর হলে সটো ধ্বসে পড়ল এবং ওয়াকফরে আয় থেকে এ ঘর মরোমত করা না যায় কথিবা চাঘরে জমি হলে সটো বরান হয়ে যায়, অনাবাদী হয়ে যায়। সাধারণ উপকরণ দিয়ে সটোকো আবাদ করা না যায় এবং এটাকো আবাদ করার মত ওয়াকফরে আয় না থাকে; এমন ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে এর মূল্য দিয়ে একই ধরণে ওয়াকফ করা হবে। যহেতু ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্যে এটাই সবচেয়ে নকিটবর্তী। যদি পুরোপুরি একই ধরণে ওয়াকফ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে সম ধরণে ছোট পর্যায়ে ওয়াকফ করা হবে। খরদি করার সাথে সাথে প্রতস্থাপতি সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে।

আর যদি ওয়াকফ সম্পত্তি মসজদি হয় এবং ঐ এলাকা বরান হয়ে পড়ায় মসজদিটি পরতিযকত হয়ে যায় তাহলে সে মসজদিটি বিক্রি করে দিয়ে এর মূল্য অন্য কোন মসজদিরে কাজে লাগানো হবে। যদি কোন মসজদিরে আয় মসজদিরে প্রয়োজনরে চয়ে বশেই হয় তখন অতিরিক্ত আয় অন্য মসজদিরে কাজে লাগানো জায়যে। যহেতু অতিরিক্ত আয় একই ধরণে ওয়াকফরে কাজে লাগানো হল। মসজদিরে ওয়াকফ সম্পত্তির অতিরিক্ত আয় গরীবদরে মাঝে বণ্টন করাও জায়যে।

আর যদি নিরদিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ করা হয়; যমেন কটে যদি এভাবে বলে যে: 'এটি যায়দেরে জন্য ওয়াকফকৃত প্রতি বছর এর থেকে একশ তাকে দেওয়া হবে।' যদি ওয়াকফরে আয় এর চয়ে বশেই হয় তাহলে অতিরিক্ত আয় সঞ্চয় করা হবে। শাইখ তাকী উদ্দীন (রহঃ) বলেন: যদি জানা যায় যে, ওয়াকফরে আয় সবসময় বশেই হবে তাহলে সটো বণ্টন করা আবশ্যিক। কেননা সটো জমিয়ে রাখা মানে সটোকো নষ্ট করা।

আর যদি কোন মসজদিরে জন্য ওয়াকফ করা হয়; কনিতু মসজদিটি নষ্ট হয়ে যায় এবং ওয়াকফ থেকে সটো পুনর্নির্মাণ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে সটো অনুরূপ কোন মসজদিরে জন্য ব্যয় করা হবে।